দৈনিক খবর

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

49

তারিখ 30 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6

দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্পর্কে কিছু কথা

॥ আলতাফ মাহমুদ ॥

২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার সরকার ব্যক্ত করেছেন। এ লক্ষ্যে সরকারীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বড় ধরনের কার্যক্রম চালু করার কথাও জোর দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা না নিয়ে বিদ্যালয় নিলামে বিক্রি করার ঘটনাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটাচ্ছেন।

জানা গেছে, ওসমানী উদ্যানের পশ্চিম পাশে অবস্থিত রমনা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়টি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ থাকা

শেষ পৃষ্ঠায় ৭ম কলামে

দুই হাজার সালের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সত্ত্বেও বিকল্প ব্যবস্থা না নিয়ে নিলামে বিক্রি করা হচ্ছে। প্রায় '৫শ' ছাত্র-ছাত্রী এ স্কুলে পড়াশোনা করছে। ১৯৭৪ সালে রেলওয়ের কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততির লেখাপড়ার সুবিধার্থে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ওসমানী উদ্যানের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যালয়টি তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বছর চারেক আগে। এরপর '৮৫ সালের ১৩ই জুলাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করলে তিনি বিদ্যালয়টি না ভেঙ্গে নিকটের সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণের আশ্বাস দেন। রাষ্ট্রপতির আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ওই বছরের ৩০শে ডিসেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে বিদ্যালয়টি জায়গাসহ পূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পূর্ত মন্ত্রালয় যৌথভাবে বিদ্যালয় স্থানান্তরের ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করেন। বিদ্যালয়টি নির্মাণাধীন নগর পুলিশ ভবনের জায়গায় স্থানান্তরের কথা বলেন।

সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে বিদ্যালয় স্থানান্তর বিষয়ে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও পূর্ত বিভাগ থেকে বিদ্যালয়ের জন্য কোন জায়গা বরাদ্দ করা হয়নি। বরং রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আদেশ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বৈঠকের সুপারিশ উপেক্ষা করে পূর্ত বিভাগ থেকে গত ২৬শে মে একটি দৈনিক পত্রিকায় বিদ্যালয়টি বিক্রির জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যালয়টি নিলামে বিক্রি হয়ে গেলে তাদের ভবিষ্যৎ কত অন্ধকারময় হতে পারে, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে চাননি বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকেও গত বছরের ১লা জানুয়ারী পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লেখা এক পত্রে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবিত পুলিশ ভবনের পশ্চিম পাশে জায়গা বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছিল।

অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, '৮৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের অপর একটি বৈঠকেও বিদ্যালয়টি স্থানান্তর বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্তের উল্লেখ করে বলা হয়, উচ্চ বিদ্যালয়টির ছাত্র সংখ্যা ৪৫০ জন। বিদ্যালয়টি সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত এবং শিক্ষকরা সরকারী নিয়মানুযায়ী ভাতা পান। ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাত্র ৩০ জন রেলওয়ে কর্মচারীদের পোষ্য। বৈঠকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, রেলওয়ের প্রয়োজন না থাকলেও অন্যদের প্রয়োজনে বিদ্যালয়টি রাখা বাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রপতি ছাত্রদের সমাবেশে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের আশ্বাস প্রদান করেছিলেন।